ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৩৬৫

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিশাতে কাজ করছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

কোন দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। যে রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব থাকে সে রাজ্য কোন বিষয়েই উন্নতি করতে পারেনা। কারণ বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষের বাঁচা কল্পনা করাও কঠিন। আজ উদয়পুর রাজর্ষি হলে ও টি পি সি'র ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দৈনিক প্রয়োজন হয়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রি করা হয়। আমাদের রাজ্যে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তা থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার ট্র্যান্সমিশন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি, শিল্প সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজ্য বিদ্যুতে উদ্বৃত্ত হওয়া সত্বেও কৃষি, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। কারণ বিগত সরকারের রাজ্যকে উন্নয়ন করার কোন মানসিকতাই ছিলনা। যে কোন কাজের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট দিশা থাকতে হয়। আমাদের রাজ্যে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। একে কাজে লাগিয়ে আমাদের রাজ্যে রাবারভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলে রোজগারের ব্যবস্থার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। তা সত্বেও বিগত সরকারের আমলে রাজ্যের রাজস্ব আয় খুব কম ছিল। বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যেই বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের উৎপাদিত রাবারকে গুণগত দিক থেকে উন্নত করার জন্য স্মোক হাউস স্থাপন করার। এ ক্ষেত্রে রাবার চাষীদের ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে স্মোক হাউস তৈরী করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এই স্মোক হাউস চালানোর জন্য রাবার চাষীদের স্কিল ডেভালপমেন্টের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। রাবারকে ভিত্তিকরে রাজ্যে রাবার শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেয়ার জন্যও সরকার প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে ত্রিপুরাতে তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি, মৎস্য, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রকে উন্নত করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করে থাকি, এতে রাজ্য সরকারের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এফ সি আই- এর মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের থেকে চাল ক্রয় করা হবে।

****২য় পাতায়*

এর জন্য ভারতীয় খাদ্য নিগমকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এ জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় রাইস মিল স্থাপনের জন্যও গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যকে আধুনিক রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্য প্রযুক্তি কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ত্রিপুরাতে হাই স্পীড ইন্টারনেট ফেসিলিটি, দক্ষ প্রকৌশলি ও উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। একে কাজে লাগিয়ে রাজ্যকে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশাতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সাব্রুমে ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা হবে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির বিজনেস গেইটওয়ে। ফলে ত্রিপুরাতে রাবারভিত্তিক শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার হবে বাংলাদেশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকটি দুই দেশের পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন চলাচল করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। এতে উভয় দেশের পণ্যবাহী ট্রাকগুলির মালপত্র লোডিং আনলোডিং করার ক্ষেত্রে অনেক খরচ কমে যাবে। তিনি বলেন, আমরা খুশি যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন। এই জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষথেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কাজে ও এন জি সি এবং ও টি পি সি-কেও এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব পালাটানাস্থিত ও টি পি সি তে অনলাইন ট্রান্সফর্মার মনিটরিং সিস্টেমেরও উদ্বোধন করেন। পরে তিনি প্রকল্পটি ঘুরে দেখেন এবং বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। রাজর্ষিতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও টি পি সি'র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, ও টি পি সি'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সত্যজিৎ গাঙ্গুলী, ও এন জি সি'র ত্রিপুরা এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহরায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক টিকে দেবনাথ এবং ও এন জি সি এবং ও টি পি সি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

****